একটি
অসাধারণ
চলচ্চিত্রের
জন্মকাহিনী!

চিত্রদীপ-এর দ্বিতীয় নিবেদন

বালিকা বধূ

চিত্রনাট্য, অতিরিক্ত সংলাপ ও পরিচালনা

তরুণ মজুমদার

কাহিনী/**বিমল কর** • সুরসৃষ্টি/**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

আলোকচিত্র/ সৌমেন্দু রায় • শিল্প-নির্দেশনা/ বংশী চন্দ্রগুপ্ত • সম্পাদনা/ দুলাল দত্ত. শব্দগ্রহণ/নৃপেন পাল, অনিল তালুকদার • সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা/ শ্যামসুন্দর ঘোষ ব্যবস্থাপনা/ মুকুল চৌধুরী • রূপসজ্জা/হাসান জামান • গীত-রচনা/ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আচার্য মনমোহন চক্রবর্তী, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ('সাবধান। সাবধান। সাবধান।' গানটি) • পটশিল্প / কবি দাশগুপ্ত সাজসজ্জা/ হারুদাস ও দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই • স্থির চিত্র/এডনা লরেঞ্জ • ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান/ধীরেন দাস

সংগঠন/তপেশ্বর প্রসাদ • প্রচার-উপদেষ্টা/ সুকুমার ঘোষ • প্রচার-সংগঠক/ধীরেন দেব

সহকারী

পরিচালনা/তপেশ্বর প্রসাদ, ধ্রুব রায়চৌধুরী ও বিশেষ সহকারীতায়-গিরীশরঞ্জন • সুরসৃষ্টি/ সমরেশ রায় বেলা মুখোপাধ্যায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায় • আলোকচিত্র/পূর্ণেন্দু বসু, দুর্গা রাহা, নূর আলি • সম্পাদনা/ কাশীনাথ বসু, সমরেশ বসু • শব্দ গ্রহণ/ অনিল নন্দন, মণি মণ্ডল, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, এডেল মুলান, গোপাল ঘোষ • শিল্প-নির্দেশনা/ সুরথ দাস • ব্যবস্থাপনা/ সুবীর ঘোষ, জগদীশ পাণ্ডে, পতিত মণ্ডল, • রূপসজ্জা / ভীম নস্কর • কেশ সজ্জা/ হারু দাস, পীয়ার আলি পরিস্ফুটনায়/ অবনী রায়, মোহন চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চৌধুরী • আলোক সম্পাত/ সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, চিনু ধর, রামখেলন সিং, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, জগন

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

সর্বশ্রী শান্তি চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি), কালিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (সিউড়ি), শচীবিলাস রায়চৌধুরী, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ, জয় প্রতাপ মিত্র, গৌরীশঙ্কর সাহা, লক্ষ্মণ রায় (পুরী) বাণী ভূষণ চক্রবর্তী, কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি), বিমল মিত্র (সিউড়ি), অজিত কুমার মিত্র, পরিতোষ চৌধুরী, বিমল মুখোপাধ্যায় ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার এবং ডাঃ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ডি.এম.ও. (সিউড়ি সদর হাসপাতাল), ডাঃ উমাশঙ্কর সাহা (সিউড়ি)

এই চিত্রের অধিকাংশ বহির্দৃশ্য বীরভূম জেলার বাতিকর গ্রামে গৃহীত - ঐ গ্রামের প্রতিটি অধিবাসী আমাদের কৃতজ্ঞভাজন

নায়ক 'অমল' চরিত্রে বিভিন্ন বয়সের নেপথ্য ভাষণে/ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী (অতিথি-শিল্পী) ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অতিথি-শিল্পী)

নিউ থিয়েটার্স (১নং) ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর.বি.মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম' ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনায় / মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

সহ-শিল্পী / সোমনাথ মণ্ডল (অতিথি), হরিদাস মহলানবীশ (অতিথি), কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ দাস, কার্তিক স্বর্ণকার, ভোলা কয়াল, কৃষ্ণা, ঝিল মিল, মীরা চট্টোপাধ্যায়, অজয়, সমীর, সন্দীপ, শঙ্কর, শ্যামল, স্বপন, রবীন, নন্দ, অমিয় সান্যাল, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণ ঘোষ, রাধা, দেবযানী ও আরো অনেকে

আমার বিয়ে হল।

বরটা যেন খেলার পুতুল। নড়েও না, চড়েও না, সাত চড়েও কথা কয়না একটা। আমার আবার বকবক করা অভ্যেস। এর জন্যে কত যে বকুনি খেতাম মা-পিশিমার কাছে। ভাগ্যি এমন, হবি তো হ' আমারই বিয়ে হল যেন একটা বোবা-কালার সঙ্গে। ধ্যুৎ!

শ্বশুরবাড়িতে মানুষ কি করে যে থাকে, তাই ভাবি। আমার তো মোটেই ভালো লাগেনা। তাই দ্বিরাগমনের সময় যখন বাপের বাড়ি যাবার কথা উঠল, আর শ্বশুরমশাই বললেন, ওখানে গিয়ে আমি যদ্দিন খুশী থাকতে পারি, তখন কী মজা! কিন্তু এই নিয়ে আবার বর-বাবুটির রাগ। এমন গোমড়া-মুখ করে আমায় রেখে এলেন যে মনে হল যেন জন্মের মত আড়ি।

আড়ি তো বয়েই গেল। আমি কি কারুর ধার ধারি? বাপের বাড়িতে দিব্যি আরামে থাকি, যখন খুশী শ্বশুরবাড়ি যাই, আর বর-বাবুটিকে দ্বিগুন চটিয়ে দিয়ে আবার ফিরে আসি। বেঁচে থাক আমার পলাশপুর গাঁ, — এমন নীল আকাশ, এমন রাঙা-মাটির পথ, এমন কাক-ডাকা সকাল আর কোকিল-ডাকা জ্যোৎস্না-মাখা রাত কি সংসারে কোথাও আছে?

কিন্তু হঠাৎ, জানিনা ঠিক কখন অথবা কবে, — কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে হল এই আকাশ, এই মাটি, এই সকাল আর এই রাত — সবই যেন মিছে, যদি না ..... যদি না ......

আশ্চর্য্য, অনেক খুঁজে খুঁজেও যেন 'যদি' টাকে ধরতে পাইনা। যেদিকেই চাই, সেদিক থেকেই যেন দুষ্টু 'যদি' টা উধাও হয়ে যায়।

আপনারা পারেন, পারেন বলে দিতে, কী সেই 'যদি' যেটাকে খুজে না পেলে মনটা এমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, আকাশ-মাটির রঙ থাকেনা, হাসতে গিয়ে হঠাৎ চোখে কান্না ঠেলে আসে? পারেন বলে দিতে?

অনেক নতুন, কিছু বা পুরানো শিল্পীর সমন্বয় . . . কিন্তু প্রতিটি শিল্পীর পক্ষেই জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ!

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সহপাঠিনীদের সঙ্গে ঝড়ের বেগে কথা বলতে দেখে পরিচালকের নজর পড়ে। অভিভাবকদের সম্মতি পেতে দেরী হয়নি। তখন নাম ছিল ইন্দিরা। নতুন জগতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নামকরণ হ'ল। বালিকা বধূ 'রজনী'র ভূমিকায় চমকপ্রদ অভিনয় করেছে।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

'অতিথি'র সেই তারাপদ আজ আরো পরিণত। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের চরিত্র-চিত্রণে নিজের অভিনয়ক্ষমতার দিগন্তকে আরো বিস্তৃত করার প্রয়াসে আবার সে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। বর 'অমল'-এর ভূমিকায় তার কাজ সহজে ভোলা যাবে না।

জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

বেহালার শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠের ছাত্রী। দুরু দুরু বুকে একদিন ষ্টুডিওতে এসে দাঁড়িয়েছিল—অনেক প্রতিযোগিনীর ভিড়ে "স্ক্রীন টেষ্ট" দেবার জন্য। প্রথম প্রচেষ্টাতেই আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে—ননদিনী 'চন্দ্রা'র ভূমিকায় স্নিগ্ধমধুর অভিনয়ে।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবতে অবাক লাগে, কৌতুকাভিনেতা হিসেবে যাঁর শিল্পী-জীবনের শুরু, গম্ভীর ভূমিকাভিনয়ে তিনি তাঁর প্রতিভার পরিণতি খুঁজে পেয়েছেন। এ কথা মানতে দ্বিধা হবে না, মঞ্চে যাঁরা তার "শেষ থেকে শুরু" দেখেছেন। এ ছবিতে তিনি সেজেছেন অমলের বাবা শশধর সিংহ, বিদ্যাসাগরের এক একনিষ্ঠ শিষ্য।

অনুপ কুমার দাস

নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না খ্যাতনামা শিল্পী অনুপকুমার। তবু নামের শেষে পদবী যোজনার নতুনত্বটুকু এই জন্যে যে, তিনি বিশ্বাস করেন এ ছবির "শরৎ" চরিত্রে অভিনয়ের পর দর্শকেরা তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার নতুনতর এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ পরিচয় পাবেন।

অনুভা গুপ্তা

"কবি"র ঠাকুরঝি আর "রত্নদীপ"-এর বৌরাণী এ ছবিতে 'নলিনীদিদি'। গালে পান আর মুখে হাসি, কথায় কথায় রসিকতার ফুলঝুরি,—বাসরঘরে এমন দু-একটি দিদির উপস্থিতির অর্থই হল অফুরন্ত মজা।

শৈবাল গাঙ্গুলী

নাচতে জানে, গাইতে জানে, অভিনয়েও তাক লাগিয়ে দিতে পারে ৭ বছরের ছোট্ট ছেলে শৈবাল। এ ছবিতে 'কমল' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যোগ্য শিল্পী খুঁজতে খুঁজতে পরিচালক যখন ক্লান্ত, তখন সুরস্রষ্টা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

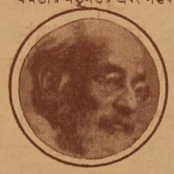

৬৭ বছরের এই বৃদ্ধ শিল্পীর জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছে ষ্টুডিও-চত্বরের 'নগণ্য' মানুষদের ভিড়ে—যাঁদের সাধারণতঃ 'একষ্ট্রা' বলা হয়। কঠিন দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে যখন তিনি ক্লান্ত, তখন হঠাৎ ডাক এলো এক অবিস্মরণীয় চরিত্রে অভিনয়ের। অগ্নিযুগের এক গোপন সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে।

নিখিল সেনগুপ্ত

কলকাতার প্রখ্যাত সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় "চতুরঙ্গ" গোষ্ঠীর একজন শিল্পী। "বাবু" নাটকে অসাধারণ অভিনয়ের গুণে এ ছবির "শ্রীনিবাস" চরিত্রে এক কথায় মনোনীত হয়ে যান। চলচ্চিত্রে প্রথম পদার্পণ, কিন্তু ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

সুলেখা ভট্টাচার্য্য

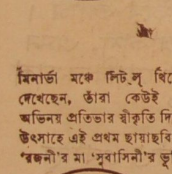

মিনার্ভা মঞ্চে লিটল্ থিয়েটারের "অঙ্গার" যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কেউই কুণ্ঠিত হবেন না—এঁর অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে। শিল্পী অনুপকুমারের উৎসাহে এই প্রথম ছায়াছবির রাজ্যে পা বাড়ালেন। 'রজনী'র মা 'সুবাসিনী'র ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে।

সবিতাব্রত দত্ত

চারণ-কবি মুকুন্দ দাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সেই সঙ্গে নিজ কণ্ঠে গেয়েছেন অগ্নিযুগের দুটি অবিস্মরণীয় গান। গান গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। শ্রোতাদের চোখও শুকনো থাকেনি।

মিনতি দেবনাথ

শান্ত, লাজনম্র এই মেয়েটির চোখে ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত অঙ্কনশিল্পী শ্রীনারায়ণ দেবনাথের মেয়ে, কিন্তু ছোট মেয়ে মিনুর সেইটেই একমাত্র পরিচয় নয়। আজ সে নিজেও শিল্পী, নিজের অভিনয়ক্ষমতার জোরে।

অরুণ মুখোপাধ্যায়

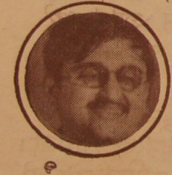

বম্বের বাসিন্দা। ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের ভাই। বাংলা ছবিতে প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমনে স্থায়ী আসন করে নেবে—এমন ভবিষ্যদ্বাণী নির্বিঘ্নে করা চলে। কৌতুকাভিনয়ে আগামী দিনের আশা।

সুরুচি সেনগুপ্ত

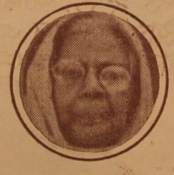

"সুরুচি দেবী" বললে অসন্তুষ্ট হন, বলেন "আমাকে তোমরা সবাই মাসিমা বলো।" ব্যক্তিগত জীবনে প্রথিতযশা শিক্ষয়িত্রী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা কুড়োন। এবার শ্রদ্ধা কুড়োবেন শক্তিময়ী শিল্পী হিসেবে 'মতি ঠাকুমা'র ভূমিকায়।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

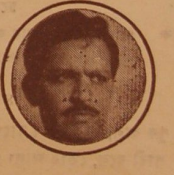

ব্যক্তিগত জীবনে দুঃসাহসিক পর্বতাভিযাত্রী। নন্দাঘুণ্টি পাহাড়ের মাথায় যাঁরা উঠেছিলেন, তাঁদেরই একজন। এ ছবিতে তাঁর অবতরণ আকস্মিক হলেও আশ্চর্য্য-জনক নয়। কারণ, পর্বতারোহণের মতো অভিনয়টাও তাঁর নেশা।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"ছোট ভূমিকা, না বড়—সে কথা জানতে চাই না। আমি আপনাদেরই একজন হতে চাই।" এই রকম দাবী নিয়ে প্রথিতযশা শিল্পী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একদিন আমাদের মধ্যে এলেন, এবং অচিরাৎ আমাদের একজন হয়ে গেলেন। এ ছবিতে তিনি সেজেছেন ডাক্তার নবকৃষ্ণ রায়, রজনীর বাবা।

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

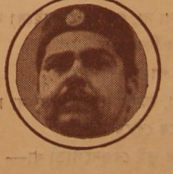

পেশা নয়, নেশার তাগিদেই অভিনয় করেন সুপ্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী শ্রীচট্টোপাধ্যায়। এ ছবিতে তিনি সেজেছেন বঙ্গভঙ্গ-যুগের এক পুলিশ-অফিসার,—এবং অদ্ভুত অভিনয় করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এঁর পোষাকের প্রতিটি খুঁটিনাটি সংগ্রহ করা হয়েছে লালবাজারের "রেফারেন্স রুম" থেকে।

বঙ্কিম ঘোষ

খ্যাতনামা 'রূপকার' গোষ্ঠীর 'ব্যাপিকা বিদায়' যাঁরা দেখেছেন, 'ঘনশ্যাম'রূপী বঙ্কিম ঘোষকে ভোলা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এ ছবিতে অঙ্কের মাষ্টার 'মনিবাবু'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় তাঁর অদ্ভুত প্রতিভারই সার্থক প্রতিফলন।

হরিধন মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা এই কৌতুকাভিনেতা তাঁর শিল্পী-জীবন শুরু করেছিলেন মঞ্চে—স্ত্রী-ভূমিকায়। এ খবর আজ হয়তো অনেকেই জানেন না। যেমন জানেন না কৌতুকাভিনয় ছাড়াও তার অভিনয়ক্ষমতা অন্য দিকেও কত সুদূর-প্রসারী। এ ছবিতে তার প্রমাণ মিলবে।

[illegible] দেবী

আজীবন শিল্পের সাধনা করে এলেন,—মঞ্চে এবং ছবিতে। কিন্তু আজও নিরহঙ্কার, আজও নতুন কিছু শেখার জন্যে উন্মুখ। এই উন্মুখতাই তাঁকে শিল্পীজীবনের পূর্ণতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ ছবিতে সেজেছেন অমলের মা,—লক্ষ্মী। এর থেকে ভাল নির্বাচন আমরা ভাবতে পারিনি।

এবং

বীরভূম জেলার বাতিকর গ্রামের গ্রামবাসীবৃন্দ

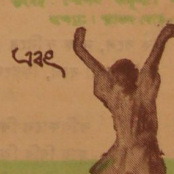

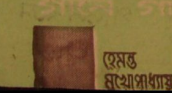

গানে গানে যাঁরা এই ছবির প্রাণ সঞ্চার করেছেন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বাণী দাশগুপ্ত

নিখিল চট্টোপাধ্যায়

বেলা মুখোপাধ্যায়

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত

(১)

আজি এসেছি আজি এসেছি
এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসিরূপ গান
আজি আমার যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে
তোমারে করিতে সব দান
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমহার
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার
সুধার আধার ভরি তোমার অধরে ধরি
কর বঁধু করো তায় পান
আজি হৃদয়ের সব আশা সব সুখ ভালবাসা
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল কলরব
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোছনার মৃদুহাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান
আজি এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই
তোমার নয়নতলে শয়ন অতিব বলে
আসিয়াছি তোমারি নিবাস
আজি সব ভাষা সব থাক নীরব হইয়া যাক
প্রাণে শুধু মিশে থাক প্রাণ।

(২)

মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে
মম তৃষিত অন্তর ব্যথা
কবে সযতনে নাশিবে।
আজি রবি শশী তারা সুনীল আকাশ
সকলি দিয়েছে তোমারি আভাস
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ
তুমি এসে ভালবাসিবে॥
মম মর্মমুকুরে দূর হতে সখা পড়েছে তোমার ছায়া
সেথা অন্তরলোকে প্রেমপুলকে গড়েছি স্বপনকায়া।
আমার সকল চিত্ত প্রণয়ে বিকশি
তোমার লাগিয়া উঠিছে উছসি
কবে তুমি আসি অধর পরশি
আমার মুখপানে চেয়ে হাসিবে
এইবার তুমি আসিবে।

(৩)

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে ভজে গৌরাঙ্গের নামে
সে হয় আমার প্রাণ রে।
এ দেহ নয় ভোজের বাজি
চলে কলে বলে
আর নূনের গাদায় জল মেশালে
আপনি যাবে গলে॥

(৪)

শুক বলে, শারী কেন বাপের বাড়ি যাস্ ?
শারী বলে, তোর জ্বালা কে সইবে বারোমাস ?
জ্বালাতন সইবো না, সইবো না, তোর ঘরে রইবো না।
শুক বলে, ওলো শারী ঘরে ফিরে চল
শারী বলে, ফিরতে পারি পায়ে ধরে বল্
নইলে ফিরব না, ফিরব না, তোর ঘরে ফিরবো না।
শুক বলে, সোয়ামী কি ধন্যে বৌয়ের পা—
(আর) শারী বলে, তাহলে তুই বেগুনপোড়া খা—
নইলে বাঁচবি কিসে ?
শুক বলে, নাক ফুলিয়ে দোলাস নে রে নথ
(এই) শারী বলে, ফিরতে পারি দে তুই নাকে খৎ
আমার দায় পড়েছে।
কলিকালে কি হল ?
হায় বিধি কি হল—
ও শারী, শারীরে ! তুই ঘরে ফিরে চল।
বলছিস ?
আমার মাথা খা।
বলছিস্ ?
জ্বালাতন করবো না, করবো না,
চুলের মুঠি ধরবো না
শুক বলে, দোহাই শারী ঘরে ফিরে চল
(আর) শারী বলে, কথা দে তুই গড়িয়ে দিবি মল
নইলে দায় পড়েছে।
শুক বলে, গঞ্জনা তোর আর তো নাহি সয়
(এই) শারী বলে, মুখের কথায় ভবী ভোলার নয়
আমার দায় পড়েছে।
শুক বলে, তুই বল্লে সবই করতে পারি—
শারী বলে, তাহলে ভাব আর নয় আড়ি।
শুক বলে, সবই দেব পরাণ যা তোর চায়,
শারী বলে, তোর মতো আর সোয়ামী কজন পায় ?
আমি ভাগ্যবতী, পরম সতী,
আমার মতো সুখী কে ?
আমি ভাগ্যবান, বউ যে প্রাণ
আমার মতো সুখী কে ?

(৫)

হা রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে রে
হোলি হ্যায় !
লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ রঙের ভেক্তি লাগ পরাণে
জেগেছে ফাগুয়া
হোলি হ্যায় !
কুমকুম রাঙা ফাগে
আবিরের অনুরাগে
রাঙাবো তোমারি তনু ওগো বঁধুয়া।
কোনো মানা নাহি মানি
রাঙাবো বসনখানি,
ভুবনে এসেছে আজি মধু ফাগুয়া—
ওগো নাগরী,
কাঁখে গাগরী,
শোন, নীপশাখে গাহে কুহু,
ঝুলনে দুলিব দুঁহু,
রাঙাব তোমারি তনু ওগো বঁধুয়া।
আজি বঁধু সারা বেলা
হবে শুধু হোলি খেলা,
ভুবনে এসেছে আজি মধু ফাগুয়া—
এমনি বিজনে
মোরা দুজনে
শুধু, রঙ-ভরা পিচকারী
ক্ষণে ক্ষণে ছুঁড়ে মারি
রাঙাব তোমারি তনু ওগো বধুয়া।

(৬)

সাবধান ! সাবধান !
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান
সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !
ঐ শোন তোর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে
প্রলয় ঝঞ্ঝা ঈরম্মদের মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে
হুঙ্কারে তার গভীর মন্দ্র কাঁপিছে তারকা সূর্য্য-চন্দ্র
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস শিহরি
উঠিছে জগৎ-প্রাণ
সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

(৭)

ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পোরো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না।
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পোরো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী
জগৎ ভরে আছে জানা।
চটকদার কাঁচের বালা ফুলের মালা
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণভূষণ
তাতেও যে দুঃখ দেখি না॥
সিঁথিতে সিঁদুর ধরি বঙ্গনারী
জগতে সতী-শোভনা।

অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে
কোটী টাকার কম হবে না,
পুঁতি কাঁচ ঝুটো মুক্তোয় এই বাংলার,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা
জাগো আমার যত কন্যা,
তোরা সব করিলে পণ, মায়েরি ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী, কাঙালিনী
দু'বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেম কি হইলেম কোথায় এলেম
মা-যে তোরা ভাবিলি না॥

(৮)

রাজপুত্র : সখি রে!
আমার প্রাণ পাখি রে—
(আমি) কুসুম তুলিয়া গেথেছি যে মালা
এই যে কুঞ্জ-কাননে,
প্রাণেশ্বরী হে পরাণ ব্যাকুল
হায় গো তোমারি বিহনে।
ফুটিল মালতী বহিছে মল য়চন্দ্র হাসিছে গগনে,
বসন্ত তিথি মিছেই আসিলি
আজিকে মম জীবনে।
রাজকন্যা : এসেছি এসেছি কেঁদো না গো আর
মুছে লও আঁখি-ধার—
তোমারে ছাড়িয়া ওগো প্রিয়তম
দেখ কি হয়েছে হায় দশা মম,
জনম মরণে তুমি প্রাণনিধি
তোমারে ছাড়িব কেমনে।
রাজপুত্র : ও মুখখানি করিয়ো না ভার
আমি আর যে সহিতে পারি না।
উভয়ে : এসো ওগো আজিকে মিলে প্রেম খেলায়
মাতবো মোরা দুজনে
পরম সুখে রহিব জাগি কুসুম বাসর শয়নে।

(৯)

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো—
তোমার মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো—
তোমার চরণ সঙ্গীরে।
ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি—
তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে।
মনে করে, সখী, বাঁধিয়া রাখিও
আমার হাতের রাখী—
তোমার কনক-কঙ্কণে॥
আমার লতার একটি মুকুল
তুলিয়া তুলিয়া রেখো—
তোমার অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে
একটি বিন্দু এঁকো—
তোমার ললাটচন্দনে॥
আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো—
তোমার অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবন-মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিও—
তোমার অতুল গৌরবে॥

(১০)

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।